ইত্তেফাক

তারিখ 26/8/78
পৃষ্ঠা 9 কলাম 8

152

## মরহুম শিক্ষকের স্ত্রীর আবেদন

আমার স্বামী মরহুম এরশাদ আলী বিশ্বাস যশোর জেলার কেশবপুর থানার ৮ নং সুফলাকাটি ইউনিয়নের শানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে কার্যরত অবস্থায় গত বৎসর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রায় ২৫/২৬ বৎসর শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৫/৬ জনের সংসার লইয়া আমি এক অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছি। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত গ্রাচুইটি বা অনুরূপ কোন আর্থিক সাহায্য পাই নাই। এমনকি আমার বড় ছেলে এইচ এস সি এবং পিটি পাস করিয়াছে। তাহারও কোন চাকুরীর ব্যবস্থা হয় নাই। বহুবার বহুভাবে আবেদন-নিবেদন করিয়াছি যে, আমার বড় ছেলেকে তাহার পিতার চাকুরীটি দেওয়া হউক। তাহা হইলেও অন্ততঃ আমাদের একটা ব্যবস্থা হইত; কিন্তু আমার ছেলেকে ঐ চাকুরীটি পাইতে হইলে নাকি কমপক্ষে ২ হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে। আমি ৫/৬ জনের সংসার লইয়া এমনিতেই অনাহারে অর্ধাহারে কাল কাটাইতেছি, সেখানে দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করা এবং তাহাও দক্ষিণা হিসাবে দিতে হইবে, উহা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অতএব, কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আকুল আবেদন যে, আমার স্বামী আজীবন শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন উহা বিবেচনা করিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার ছেলেকে (যাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে) পিতার চাকুরীটি দেওয়া হউক। তাহা হইলে আমরা কোনরকমে বাঁচিয়া যাইতে পারি।

—আয়শা খাতুন, প্রযত্নে: মরহুম এরশাদ আলী বিশ্বাস, গ্রাম ও ডাকঘর: মনোহরপুর, যশোর।